বিমাতা রাক্ষুসীর রক্ত-ক্ষুধায় সতীনের ছেলে খুন

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইলে অই রাস্তা পাওয়া যাইবে।]

মূল্য—এক আনা মাত্র।

নয়া—সাত পয়সা মাত্র।

বিমাতা রাক্ষুসীর রক্ত-ক্ষুধায় সতীনের ছেলে খুন

আবার শুনি ভীষণ কাণ্ড চম্‌কে ওঠে পিলে,
বিমাতা এক রাক্ষুসী নাকি খেয়েছে মানুষ গিলে।
গোপনে খুন করে বিমাতা সতীন-পুত্র তার,
এমন ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ড শুনিনি কভু আর।
আসামের গ্রামাঞ্চলে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে,
কৃষক রমণীর কীর্ত্তি কাহিনী চতুর্দ্দিকে রটে।
দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনি কত,
রূপকথাতে সতীন পুত্রের বিপদ শত শত।
সুয়োরাণীর ব্যামো হয় হাড় মট্ মট্ করে,
সারে অসুখ দুয়োরাণীর পুত্র যদি মরে।
মায়া রাক্ষুসী সুয়োরাণী কতই ধরে বল,
স্বামীকে ভেড়া বানিয়ে তাদের রাখে পায়ের তল।
রূপকথাতে আছে এসব সত্য কিছু নয়,
সত্যিকারের ঘটনা আজ আসাম দেশে হয়।
এক কৃষকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মরে যায়,
পাঁচ বছরের পুত্র নিয়ে সংসার চালান দায়।

অচল সংসার সচল তরে কৃষক দ্বিতীয় বিয়ে করে,
নূতন বৌএর কোলে দেয় সন্তান ভাগ্যবান তরে।
একদিন কৃষক দ্বিপ্রহরে আহার করতে বসে,
মাংস ভাত দেয় বৌ স্বামীকে হেসে হেসে।
মাংস মাখা ভাত যেই কৃষক মুখে তুলতে যায়,
কোথা হ'তে টিক্‌টিকি এক পাতে পড়ে হায়।
আহার করা বন্ধ হ'ল কৃষক হাত তুলে লয়,
ছুটে এসে স্ত্রী তখন অন্য থালায় ভাত দেয়।
এবার কোথা থেকে এক বিষধর সর্প ছুটে এসে হায়।
কৃষকের পাতের ভাত ডিঙ্গিয়ে খড়ের গাদায় লুকায়।
দুই দুইবার আহারে যেই কৃষক বাধা পায়,
রাগে অগ্নি-অবতার হয়ে সাপ মারতে ধায়।
হাতে লয়ে মাছ ধরা 'কোঁচ' খড়ের গাদায়,
সর্প হত্যা তরে কৃষক বার বার খোঁচায়।
সর্পের সন্ধান নাহি মেলে—কোঁচের আগায়,
মানুষের দেহাংশ এক জড়িয়ে আসে হায়।
পাগলের মত হয়ে কৃষক তন্ন তন্ন করে খড়,
দেখে, টুক্‌রো টুক্‌রো কাটা পুত্র তার খড়ের ভিতর।
উচ্চ চীৎকার দিয়ে কৃষক গ্রামবাসীকে ডাকে,
ছুটে এসে গ্রামের লোক বীভৎস কাণ্ড দেখে।

কে করেছে এমন খুন গ্রামবাসী শুধায়,
দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কহে আমিই করেছি হায়।
সতীন পুত্রকে স্বামী মোর বাস্‌তো ভাল যত,
দেখে, হিংসায় বুক জ্বলে উঠ্‌তো আমার তত।
স্বামীর 'পরে রাগ মোর হ'ত ভয়ঙ্কর,
তাই, সতীন-পুত্র হত্যা আমি করি অতঃপর।
হৃৎপিণ্ড তার ছিঁড়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কাটি,
মাংসরূপে রন্ধন তারে করি পরিপাটি।
স্বামীকে পুত্র-মাংস খাওয়াতে ছিল সাধ,
দৈবচক্রে টীক্‌টিকি সর্প এসে ঘটায় বিসম্বাদ।
বিমাতা আমি হিংসা মোর চরিতার্থ নাহি হ'ল,
বুকের আগুন বুকে মোর ছাই চাপা র'ল।
এ আগুন নিভবে কবে—জ্বলুনি এর যত,
বিমাতা যারা বুঝ্‌বে মোর জ্বালা বুকে কত।
আসাম দেশের রাক্ষুসী মাতার বেড়িয়ে পড়ে গুণ,
বিমাতার রক্ত-ক্ষুধায় সতীনের ছেলে খুন।

———

সতীন পুত্রকে হত্যার লোমহর্ষণ কাহিনী

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তেজপুর সহর হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী পুঁটিমারি গ্রামের এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে তাহার মৃতা প্রথমা স্ত্রীর একটী পঞ্চবর্ষীয় সন্তানকে দ্বিতীয় স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কৃষি-কার্য্যের জন্য বাহিরে চলিয়া যায়। ইত্যবসরে সৎমা বালকটিকে কাটিয়া হৃৎপিণ্ডটী বাহির করিয়া লয় এবং খণ্ডিত দেহটি এক খড়ের গাদায় লুকাইয়া রাখে। হৃৎপিণ্ডটী রন্ধন করিয়া স্বামী দ্বিপ্রহরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাকে ভাত খাইবার সময় মাংস বলিয়া পরিবেশন করে। ভাত খাইতে উদ্যত হইলে উপর হইতে একটি টিকটিকি ভাতের উপর পড়ে, ফলে লোকটি ভাত খাইতে বিরত হয়। দ্বিতীয় বার স্ত্রী অন্য থালায় ভাত আনিয়া দেয় কিন্তু দৈবক্রমে এইবারও কোথা হইতে একটি বিষধর সর্প ছুটিয়া আসিয়া ভাতের থালার উপর দিয়া পার হইয়া খড়ের গাদায় লুকাইয়া পড়ে। দুই দুইবার ভাত খাওয়া নষ্ট হইলে লোকটি রাগান্বিত হইয়া মাছ ধরার "কোচ" লইয়া সর্প হত্যার জন্য খড়ের গাদা খোঁচাইতে থাকে। কিন্তু সর্প ততক্ষন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণধার কোচের মাথায় মানুষের শরীরের

একটি অঙ্গ বাহির হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া লোকটি সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে। ফলে লুক্কাইত পুত্রের খণ্ডিত দেহ বাহির হইয়া পড়ে। তখন লোকটী চীৎকার করিয়া গ্রামের লোক জনকে ডাকাইয়া আনে। গ্রামের লোকদের নিকট লোকটীর স্ত্রী সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলে যে, সে তাহার সতীন-পুত্রকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার হৃৎপিণ্ডটী রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাইতে দিয়াছিল। পুলিশ স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আঃ বাঃ—৮-৭-১৯৫৪

———

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত অন্যান্য আইন পুস্তক

১। বাড়ীভাড়া আইন—৪০ নয়া পয়সা
২। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন—২৫ নয়া পয়সা
৩। হিন্দু বিবাহ আইন—২০ নয়া পয়সা
৪। ভূমি-সংস্কার আইন—৩০ নয়া পয়সা
৫। কলিকাতা দায়রা আদালত আইন—২৫ নয়া পয়সা
৬। কলিকাতা দেওয়ানী আদালত আইন—২৫ নয়া পয়সা
৭। মৃত্যুকর আইন—৭ নয়া পয়সা
৮। জরীপের নিয়মাবলী—৭ নয়া পয়সা
৯। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন—১০০ নয়া পয়সা

[বিঃ দ্রঃ—একসঙ্গে দুই টাকার অধিক পুস্তক না লইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না। যদি কেহ উহার কম মূল্যের পুস্তক লইতে চাহেন, পুস্তক সকলের যে মূল্য লেখা আছে উহার দেড়া মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইলে বুকপোষ্টে পাঠান হয়। রিপ্লাই কার্ড ভিন্ন কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। যাঁহারা ভিঃ পিঃ যোগে পুস্তক লইবেন এক টাকা মনিঅর্ডার করিয়া অর্ডার করিবেন এবং মনি-অর্ডার ফরমের উভয় পৃষ্ঠায় প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন]

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী

কবিতা —১। বউ কথা:কও, ২। গোয়ালা বউ, ৩। বর্ষ উপহার, । সাধের বিয়ে, ৫। গোস্বামীর নেশা, ৬। ভাতের হাঁড়ি ৭। যমরাজার বা আগমন, ৮। অমর কীর্ত্তি, ৯। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১০। পেট শাসন, কন্‌ট্রোলের ডামাডোল, ১২। বাঙ্গালী জব্দ ভাতে, ১৩। শ্যামের বাঁশী, ভারতমাতার বস্ত্র হরণ, ১৫। শান্তিরামের বস্ত্র সঙ্কট, ১৬। খাবার ও পাতা, ১৭। ওই রে ওই রাক্ষসী আসে, ১৮। কাপড়ে আগুন, ১৯। লারের নরমেধ যজ্ঞ, ২০। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ২১। জয় হিন্দ, রক্তগঙ্গা, ২৩। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী, ২৪। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, আজাদ হিন্দ্ নেকড়ে বাঘ, ২৬। সেল ট্যাক্সের প্রতিবাদ, ২৭। ভারত স্বা হলো, ২৮। বিশ্ব শান্তির ডুগ্‌ডুগি, ২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র, আশার আলো, ৩১। দুই জাতি দুই দেশ, ৩২। অভয় মরণ, ৩৩। জয় রা ৩৪। বুড়োর কাণ্ড, ৩৫। রামধুন সঙ্গীত, ৩৬। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট, স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব, ৩৮। নূতন বিয়ের আইন, ৩৯। চিচিং ৪০। চোখ গেল, ৪১। নূতন যুগের মেয়ে, ৪২। দুর্গাদেবীর মর্ত্তে আগ ৪৩। পর্দ্দা ফাঁক, ৪৪। ভেঙ্গে দাও হিন্দু সমাজ।

গল্প —৪৫। ভিখারী, ৪৬। নূতন জামাই, ৪৭। বলিদান, ৪৮। ৪৯। বাজার দর, ৫০। ডাক্তার জব্দ, ৫১। যমের বাড়ী, ৫২। নিদ্রিত ভ ৫৩। ওঠ, অস্ত্র হাতে লও, ৫৪। ভুঁড়ি অপারেশন, ৫৫। সুখের ৫৬। যুদ্ধের বাজারে ডাকাতি, ৫৭। এ দেশের মানুষ, ৫৮। বিয়ে ৫৯। লজ্জায় খুন, ৬০। গুরু শিষ্যের পরিণাম, ৬১। শ্রীকান্তের ৬২। হিন্দু মুসলমানের দাবী, ৬৩। নেতাজীর পলায়ণ কাহিনী, ৬৪। হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা, ৬৫। নেতাজীর ভাষণ, ৬৬। ঘোষণা, ৬৭। ঝুলি, ৬৮। না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই, ৬৯। পাকিস্থানী রসগোল্লা, বাবুর দুর্গতি, ৭১। রাধার বিয়ে, ৭২। নিষ্ঠুর কে? ৭৩। চপেটাঘাত ভগবানের মার দুনিয়ার বার, ৭৫। মহা বলিদান। মহাজাতি সাহিত্য হইতে প্রকাশিত ।০, ৵০ ও ৶০ আনা মূল্যের পুস্তক হইতে সংগৃহীত গল্প ও কবিতা নূতন ভাবে একসঙ্গে ছাপা ও মজবুত বাঁধাই করা। ডাক মাশুল সহ ভিঃ পিঃ তে ৩৸০ তিন টাকা বার আনা মাত্র। অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না।

প্রিণ্টার :—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।